প্রশ্ন, বিশ্বাস ও অন্যান্য

আমরা মানুষ , আমাদের চিন্তা করার ক্ষমতাআছে। তাই আমাদের মনে নানা প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক। মানুষ ততো দিন প্রশ্ন করে যাবে যতোদিন সঠিক উত্তর না পাবে। কিন্তু আস্তিকেরা মনে করে মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধ, প্রশ্ন না করে তাদের উচিৎ অন্ধ ভাবে বিশ্বাস করা। আর যদি তারা কখনও উত্তর দেয় (কোরানের আলোকে বিগ ব্যাং থিওরির ব্যখ্যার মতো!!!), তবে তা থাকে গুজামিলে ভর্তি । একটা কৌতুক শুনুন -

বালকঃ-মা, কি "পুরুষ নাকি মহিলা"?
মাঃ-(একটু চিন্তা করে)"পুরুষ ও মহিলা দুটোই"।
বালকঃ-মা, ঈশ্বর কি "সাদা নাকি কালো"?
মাঃ-(একটু চিন্তা করে)"সাদা ও কালো দুটোই"।
বালকঃ-মা, ঈশ্বর কি "gay নাকি straight" ?
মাঃ-(বেশ কিছুক্ষন চিন্তা করে) "gay ও straight দুটোই"।

বালকের মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, সে পর মুহুর্তে প্রশ্ন করলঃ-মা,"মাইকেল জ্যাকসন ও কি ঈশ্বর??!!

আমরা যারা ধম´বিশ্বাস থেকে মুক্ত, আস্তিকদের দৃষ্টিতে তারা ঐ বালকের মতো। আমাদের এতে কোন আক্ষেপ নেই। আমরা ঐ বালকের মতো সঠিক উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত প্রশ্ন করে যাবো। আস্তিকেরা আমাদের প্রশ্নও পছন্দ করেন না এতে আমাদের কোন ক্ষোভ নাই। তোরা তোদের মতো থাক,অন্যদের তাদের মত থাকতে দে। না তাও হবে না, আজ বোমা মেরে তো কাল প্লেন নিয়ে ঝাপিয়ে পরে নিরীহ মানুষ হত্যা করে বেহেস্তেপ্লট পেতে ব্যস্ত। আর একটা কৌতুক শুনুন তবে-

এক পর্যটক আমাজানের গভীর জংগলে ঘুরতে ঘুরতে নিজেকে একদল মানুষ খেকো জংলীর মধ্যে খুঁজে পেলো। পর্যটকটি ক্ষীন স্বরে বলে উঠল ,''হে খোদা !!আমি এ কি গেঁড়াকলে পরলাম!!''

পর্যটকটি তখন এক ঐশি বাণী শুনতে পায়,''না তুমি এখনওপর নাই,তুমি তোমার সামনে পড়ে থাকা ওই পাথরটা তুলে নাও এবং ঐ জংলীদের নেতার দিকে ছুঁড়ে মারো'। পর্যটকটি তাই করল।

আর তখনি আবার ভেসে এলো আর একটি ঐশি বাণী,'হ্যা!!এইবার তুমি সত্যই গেঁড়াকলে পড়েছ!'।

আমাদের আস্তিকদের নিয়ে সমস্যা হলো, তারা ঐশী বানীর মাধ্যমে অন্য ধমে র লোককে ঘৃনা করবার আদেশই পান। মানুষকে ভালোবাসবার কথা তারা খুব একটা শুনেন না। সব ধমে র লোকেরা মনে করে শুধু মাত্র তার ধর্মই ঈশ্বর প্রদত্ত বেহেস্ত প্রাপ্তির একমাত্র ডিলার।

আমি বহু আস্তিকদের বলতে শুনি নাস্তিক যারা, তারা নাকি শেষ বয়সে এসে আস্তিক হয়। নাস্তিকতায় নাকি সুখ নাই। এ প্রসংগে যাবার আগে আর একটি কৌতুক শুনে নেই-

পাশাপাশি দু' টি বাড়িতে একজন ধামি র্ক ও একজন নাস্তিক বাস করত। ধামি র্ক লোকটি নিয়মিত উপাসনালয় এ যেত,অন্যদিকে নাস্তিকটি কখনও একবারের বেশি দুবার উপাসনালয়ের দিকে তাকাতো না। কিন্তু ব্যক্তি জীবনে নাস্তিক লোকটি ছিল খুবি সফল ও সুখী, অন্যদিকে ধামি র্ক ব্যক্তিটি ব্যক্তি জীবনে নাস্তিক লোকটির থেকে অসফল ও অসুখী।

তাই একদিন অন্যদিকে ধার্মিক ব্যক্তিটি উপাসনালয়ে গিয়ে কেঁদে বলতে লাগল,''হে খোদা!!আমি প্রতিদিন তোমার প্রার্থনা করি,তোমার দেওয়া সব নিয়ম মেনে চলি তার পরও আমার জীবনে কোন সুখ নাই। কিন্তু ওই নাস্তিক এসব না করেও জীবনে কত সুখী। কেন এমন হল?এর কারণ কি?

তখনই ধার্মিক লোকটি একটি ঐশি বাণী শুনতে পায়-''কারণ সে সবসময় আমাকে জ্বালায় না!।''

ধর্মবিশ্বাস মানুষের জীবন থেকে রস শুষে নেয়। মানুষকে করে শৃঙ্খলিত। আমরা বনের পাখি হয়েই থাকতে চাই,খাঁচার পাখি হতে চাই না। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কুসংস্কারের অপর নাম হলো প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস গুলো। কোন কুসংস্কার বিশ্বাস করে সুখী হবার কোন যৌক্তিকতা আছে কি? আমি আমার লিখার শেষ টানছি আর একটি কৌতুক দিয়ে-

যিশু স্বর্গে তার নিয়মিত প্রাত ভ্রমন কালে দেখলেন, একজন সাদা চুলের বৃদ্ধ লোক বিমর্ষ ভাবে বসে আছে। যিশু তাকে জিজ্ঞেস করলেন , এ স্বর্গে যা ইচ্ছা তা খেতে পারা যায়,আছে আনন্দের সব উপকরন তার পরও তিনি বিমষ র্ভাবে বসে আছেন কেন?কি হয়েছে?

বৃদ্ধ :- আমি পৃথিবীতে একজন কাঠ মিস্ত্রি ছিলাম,কিন্তু আমি সেখানে আমার অতি প্রিয় একমাত্র অল্প বয়স্ক ছেলেকে হারাই। তাকেই আমি এখানে খুঁজছি।

বৃদ্ধার কথা শুনে যিশুর দু'চোখ বেয়ে অশ্রু বেয়ে পড়ল,তিনি ''FATHER'' বলে কেঁদে উঠলেন।

বৃদ্ধ তা শুনে ,যিশুকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে উঠলেন,"**PINOCCHIO**!"

মুক্তমনাদের শুভেচ্ছা ।

জাহিদ।
jahid_humanist@yahoo.com